ভূমিকা

আকৈশোর পত্র-পত্রিকার সঙ্গে একটা অনুরাগের সংযোগ ছিল। প্রবাসী বাঙালী হিসেবে বরাক উপত্যকার নবীনচন্দ্র মহাবিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক পদে যোগদান করার পর,বরাক উপত্যকা থেকে প্রকাশিত কিছু কিছু সাময়িক পত্র-পত্রিকার সঙ্গে সংযোগ ঘটে। গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান এবং বাংলা বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর উপাধি পাবার পর যখন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করবার সুযোগ এলো, তখন বরাক উপত্যকার পত্র-পত্রিকা নিয়ে কাজ করবার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে চিন্তা করলাম।গবেষণা সন্দর্ভের প্রথমেই স্থান পেয়েছে বরাক উপত্যকার সামগ্রিক একটি পরিচয় যাতে পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হবার বাতাবরণ এবং গুরুত্ব যথার্থভাবে অনুধাবন করা যায়।

সাময়িক পত্রিকা বিশেষভাবে সেই জনগোষ্ঠীর সক্রিয়তা থেকে উদ্ভুত হয় যাঁদের আছে বর্ণমালার সঙ্গে সম্যক পরিচয়। সেকারণে একটি অঞ্চলের শিক্ষিত মানুষেরা, সাক্ষর মানুষেরা তাঁদের সমকালে সমাজ ও সংস্কৃতিকে কীভাবে দেখেন তারই ছবি ফুটে ওঠে সাময়িক পত্রে।

যে কোনো দেশের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, যখনই দেশবাসী চিন্তা, যুক্তি, মননশীলতার ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে তখনই সেখানে সাময়িক পত্র দেখা দিয়েছে। একটি সমাজের প্রাত্যহিক সচলতার চিত্র প্রতিবিম্বিত হয় সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায়। বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসের দলিল হয়ে আছে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সোমপ্রকাশ, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের হিন্দু পেট্রিয়ট, কেশবচন্দ্র সেনের সুলভ সমাচার, প্যারীচাঁদ সরকারের এডুকেশন গেজেট, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের অবলা বান্ধব, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বঙ্গ-দর্শন ইত্যাদি সাময়িক পত্রে। এই সব পত্রিকা কেবলই শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বাংলার এই মনীষীরা তৎকালে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের জন্য, নারী ও শিশুদের জন্য গভীরভাবে ভেবেছিলেন তাঁদের সম্পাদকীয় রচনায় এবং পত্রিকায় প্রকাশিত অন্যান্য রচনায় নবজাগ্রত ভারতের মননদীপ্ত নবীন রূপ উদ্ভাসিত হয়েছিল সেই সমস্ত পত্রিকার পৃষ্ঠায়।

যে কোনো অঞ্চলের পত্র-পত্রিকার সমীক্ষায় এই বিষয়টি কিন্তু নিশ্চিতভাবে ভেসে ওঠে। বরাক উপত্যকার পত্র-পত্রিকাও তার ব্যতিক্রম নয়। বরাক উপত্যকার পত্র-পত্রিকার ইতিহাস দেড়শো বছরের পুরোনো। এই সময়টিকে আমি সন্দর্ভের আলোচনায় ধরবার চেষ্টা করেছি।

বিভিন্ন সূত্র থেকে আমি তথ্য সংগ্রহ করেছি। তার মধ্যে আছে পূর্বে রচিত কিছু প্রবন্ধ, বরাক উপত্যকার বিভিন্ন গ্রন্থাগার এবং বহু জনের ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

এই ধরণের সন্দর্ভের ভিত্তি হয় বিশেষভাবে সমকালীন তথ্যের উপর। আমার কাজের সময়সীমা স্বাধীনতা পূর্ব সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত। এই সময়সীমার মধ্যে ঘটে গেছে অনেক পরিবর্তন। কোন কোন পত্রিকার সম্পাদকের পরিবর্তন ঘটেছে, কোন পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেছে, আবার কোন পত্রিকা নবপর্যায়ে প্রকাশিত হয়েছে। কোন কোন পত্রিকার পর্যাবৃত্তির সুস্পষ্ট কোন উল্লেখ নেই। এজাতীয় অসম্পূর্ণতা অতিক্রম করা সম্ভব নয়। গবেষণা সন্দর্ভটিকে স্বাধীনতা পূর্ব সময় থেকে বর্তমান সময়সীমা পর্যন্ত বরাক উপত্যকার সাময়িক পত্রিকার পরিচিতি হিসেবেই দেখা যেতেপারে।

প্রতিটি পত্রিকার ক্ষেত্রে প্রথমেই পত্রিকার নাম এবং যে সমস্ত সাময়িক পত্রের প্রকাশকাল পাওয়া গেছে তা বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করেছি। পত্রিকার বর্তমান স্থিতি অর্থাৎ লুপ্ত না চলছে তারও উল্লেখ করেছি। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের নিয়মানুযায়ী ডিউই দশমিক বর্গীকরণের উনবিংশতম সংস্করণ অনুযায়ী পত্রিকার বর্গীকরণ সংখ্যা নির্ণয় করেছি। বরাক উপত্যকা থেকে প্রকাশিত বেশির ভাগ সাময়িকীই যেহেতু সাহিত্য বিষয়ক তাই সাহিত্যের বর্গীকরণ সংখ্যাই প্রাধান্য পেয়েছে এবং সেইহেতু শুধুমাত্র বাংলা সাহিত্যের বর্গীকরণ সংখ্যা নির্ণয়ের একটা উদাহরণ তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। যেমন বাংলা সাহিত্যের সংখ্যা -৮৯১.৪৪ এর সঙ্গে ১ যোগ করলে বাংলা কবিতা, ২ যোগ করলে বাংলা নাটক, ৩ যোগ করলে বাংলা উপন্যাস, ৩০১ যোগ করলে বাংলা ছোট গল্প, ৪ যোগ করলে বাংলা প্রবন্ধ, ৮ যোগ করলে বাংলা বিবিধ সাহিত্য। বাংলা সাহিত্য, কবিতা, নাটক, উপন্যাস এর সংখ্যার সঙ্গে সাময়িকীর সংখ্যা -০৫ যোগ করলে পাওয়া যাবে বাংলা সাহিত্য সাময়িকী, বাংলা কবিতা সাময়িকী, বাংলা নাটক

সাময়িকী, বাংলা উপন্যাস সাময়িকী, ছোটগল্প সাময়িকী এবং বাংলা বিবিধ সাহিত্য সাময়িকী। সুতরাং বাংলা সাহিত্য সাময়িকীর সংখ্যা হল ৮৯১.৪৪০৫ ।সাময়িক পত্রিকাটি দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, দ্বিমাসিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক না বার্ষিক, পর্যাবৃত্তি হিসেবে তার উল্লেখ করেছি এবং যে সব পত্রিকায় পর্যাবৃত্তির পরিষ্কার কোন উল্লেখ নেই সেইসব পত্রিকার পর্যাবৃত্তি অনির্দিষ্ট বলে উল্লেখ করেছি। সাময়িক পত্রিকার প্রকৃতি অর্থাৎ সাহিত্য, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, সাময়িকী ইত্যাদি উল্লেখ করেছি।

বরাক উপত্যকার কবি, সাহিত্যিক, গল্প ও প্রবন্ধকাররা সাময়িক পত্র-পত্রিকার মাধ্যমেই তাদের সাহিত্য কর্মের ধারাকে বহন করে চলেছেন। তাঁদের চিন্তাপ্রসূত সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকায় যা বরাক উপত্যকার বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে অমূল্য সম্পদ হিসেবেই পরিচিত।

বরাক উপত্যকা থেকে এই অঞ্চলের কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প, লোক-সংস্কৃতি নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন স্বাদের পত্র-পত্রিকা এবং দৈনিক সংবাদপত্র। কালের প্রবাহে তারা অনেকেই হারিয়ে গেছে। আবার সজীব হয়ে আছে অনেকেই, কেউ কেউ অস্তিত্ব বজায় রেখেছে মাত্র। নতুন পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত।এই পত্র-পত্রিকাগুলো বরাক উপত্যকার সাহিত্য, সংস্কৃতি কৃষি, শিল্প, রাজনীতি, ও অর্থনীতির প্রধান ধারক ও বাহক। প্রাচীন বরাক উপত্যকার ইতিহাস চর্চায়,বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি, কৃষি, শিল্প, রাজনীতি, ও অর্থনীতি চর্চায় এইসব পত্র-পত্রিকার সংরক্ষণ একান্ত জরুরি। এই সংরক্ষণের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে একমাত্র গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান।

বরাক উপত্যকায় প্রকাশিত সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলো থেকে তাদের বিষয়, প্রকৃতি, প্রবণতা, তাদের সামাজিক প্রেক্ষাপট ও সেইসঙ্গে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের সহায়তায় তাদের যথোপযুক্ত সংরক্ষণের বিষয়ে গবেষণা সন্দর্ভে আলোচনা করেছি।